পাক্ষিক

আহমদী

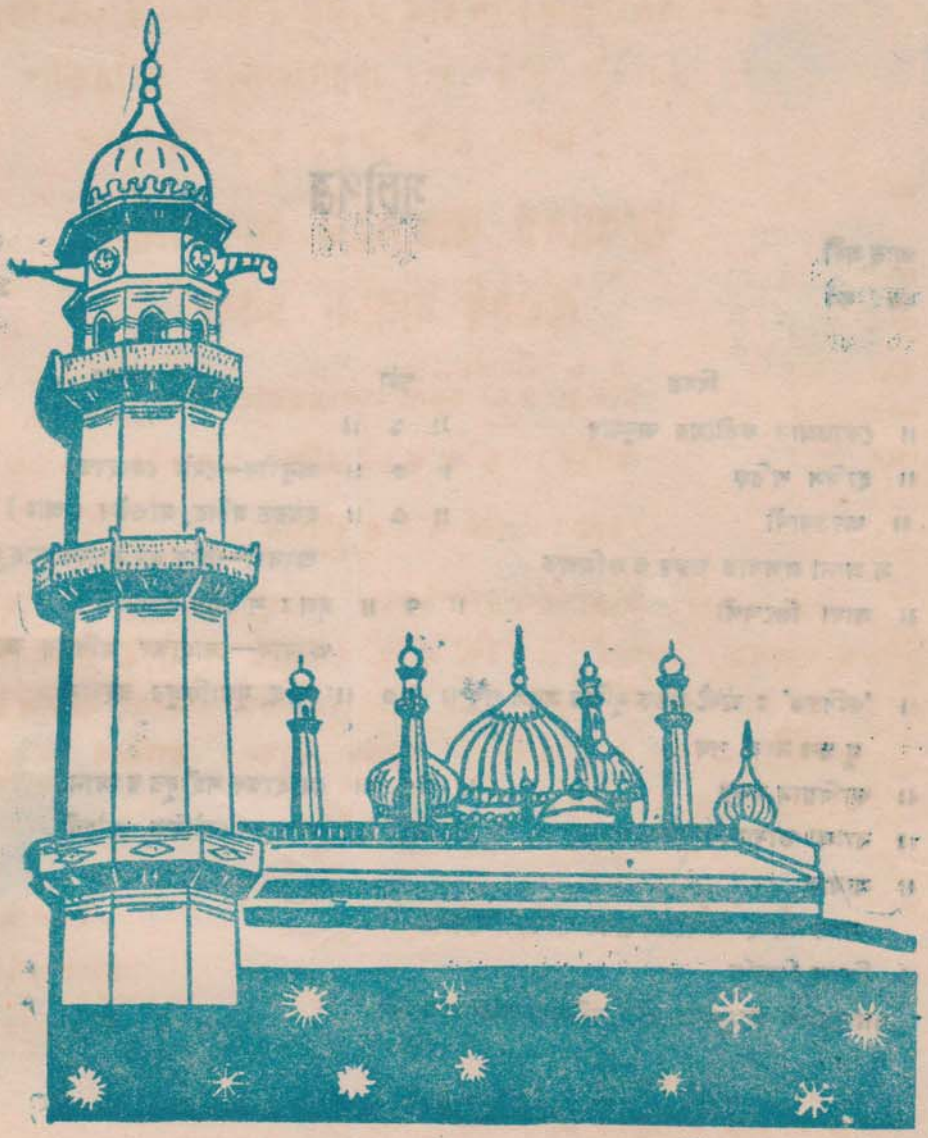

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায় : ২৬শ বর্ষ : ২১ শ সংখ্যা

৩১ শে ফাল্গুন, ১৩৭৯ বাংলা : ১৫ ই মার্চ, ১৯৭৩ ইং : ১৫ ই আমান, ১৩৫২ হিজরী শামসী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত ৬'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ ১৪ শিলিং

সূচীপত্র

আহ্‌মদী
২৬ বর্ষ

২১শ সংখ্যা
১৫ই মার্চ ১৯৭৩ ইং

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ ১ ॥	
॥ হাদিস শরিফ	॥ ৩ ॥	অনুবাদ—মোঃ মোহাম্মদ
॥ অমৃতবাণী	॥ ৫ ॥	হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)
সালানা জলসার গুরুত্ব ও ফজিলত		অনুবাদ—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
॥ সাদা জিন্দেগী	॥ ৭ ॥	মূল ঃ শাব্বীর আহমদ অনুবাদ—মোহাম্মদ মতিউর রহমান
॥ 'ওসিয়ত' ঃ অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ মুক্তির সরল পথ	॥ ১৩ ॥	শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান
॥ কাদিয়ান সফর	॥ ২০ ॥	মোহাম্মদ শহীদুর রহমান
॥ বাংলা-ভাষায় আরবীর প্রভাব	॥ ২৩ ॥	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
॥ সংবাদ ময়মনসিংহ জমাতের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন		
॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসা		

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ঃ ২৬শ বর্ষ ঃ ২১শ সংখ্যা ঃ

৩১ শে ফাল্গুন ১৩৭৯ বাং ঃ ১৫ ই মার্চ, ১৯৭৩ ইং ঃ ১৫ ই আমান, ১৩৫২ হিজরী শামসী

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

॥ সুরা কাহ্‌ফ ॥

১১শ রুকু

৮৪। এবং (হে রসুল) তাহারা তোমাকে যুল-কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে, তুমি বল নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তাহার কিছু বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব।

৮৫। আমরা অবশ্য তাহাকে পৃথিবীতে শাসন শক্তি দান করিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয় (অর্জনার্থে) তাহাকে উপকরণ দান করিয়াছিলাম।

৮৬ সুতরাং (একদা) সে এক পথে যাত্রা করিল।

৮৭। চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যাস্ত-স্থানে গিয়া পৌঁছিল, তথায় সে দেখিল উহা এক পঙ্ক-যুক্ত কাল (পানির) ঝরনায় অস্তমিত হইতেছে এবং উহার সন্নিকটে সে এক জাতির সাক্ষাৎ পাইল। আমরা বলিলাম হে যুলকারনাইন! তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পার এবং ইচ্ছা করিলে তুমি তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে পার।

৮৮। সে বলিল, (আমি অবশ্য এই রূপই

করিব) যে ব্যক্তি যুলুম করিবে, আমরা নিশ্চয় তাহাকে শাস্তি দিব, অতঃপর তাহাকে তাহার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে এবং তিনি তাহাকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

৮৯। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে এবং (সময় উপযোগী) সৎকর্ম করিবে তাহার জন্য (তাহার রবের সমীপে) উত্তম প্রতিদান (নির্ধারিত) রহিয়াছে এবং আমরাও তাহার প্রতি আদেশ মোলায়েম করিয়া বলিব।

৯০। অতঃপর সে অন্য এক পথে চলিতে আরম্ভ করিল।

৯১। চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যোদয়-স্থানে গিয়া পৌঁছিল তখন সে দেখিতে পাইল যে উহা এমন এক জাতির উপর উদয় হইতেছে যাহাদের জন্য উহা হইতে (ছায়া লাভের) কোন আবরন সৃষ্টি করি নাই।

৯২। (এই ঘটনা সঠিক) এই রূপই, বস্তুতঃ আমরা তাহার সকল বিষয় পূর্ণরূপে অবগত ছিলাম।

৯৩। তারপর সে আর এক পথ ধরিয়া চলিল।

৯৪। অবশেষে সে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে (খোলা জায়গায়) গিয়া পৌঁছিল, তখন তার উভয়ের মধ্যে এমন এক জাতিকে দেখিতে পাইল, যাহারা কচিৎ তাহার কথা বুঝিতে পারিত।

৯৫। তাহারা বলিল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে বড়ই বিপর্যয় সৃষ্টি করিতেছে, সুতরাং আমরা কি তোমার জন্য এই শর্তে কিছু কর (দেয়) ধার্য করিব যে তুমি আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক নির্মান করিয়া দিবে?

৯৬। সে বলিল, এই (প্রকারের কার্য্য) সম্বন্ধে আমার রব আমাকে যে ক্ষমতা দান করিয়াছেন উহা (শত্রুর সরঞ্জামাদি অপেক্ষা) অনেক উত্তম সুতরাং তোমরা আমাকে (শ্রম) শক্তি দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের এবং তাহাদের মধ্যে একটি মজবুত—প্রস্তর প্রাচীর নির্মান করিয়া দিব।

৯৭। তোমরা আমাকে লৌহ খণ্ডসমূহ আনিয়া দাও, (তদনুযায়ী তাহারা উহা আনিল এবং নির্মান-কাজ আরম্ভ হইল) এমন কি সে যখন সেই দুই পর্বত শৃঙ্গের মধ্যবর্তী গিরিপথকে ভরাট করিয়া ফেলিল, তাহাদিগকে বলিল (এখন ইহার উপর) (হাপর দিয়া) আগুন ধুঁকিতে থাক, এমন কি যখন উহাকে আগুনের ন্যায় করিয়া ফেলিল, তখন বলিল (এখন) তোমরা আমাকে গলিত তামা আনিয়া দাও, যে আমি ইহার উপর উহা ঢালিয়া দিতে পারি।

৯৮। সুতরাং (যখন প্রাচীর নির্মিত হইল তখন) তাহারা (ইয়াজুজ মাজুজ) উহার উপর আর আরোহন করিতে সক্ষম হইল না এবং উহাতে কোন ছিদ্রও করিতে পারিল না।

৯৯। সে (তখন) বলিল, ইহা (এক মাত্র) আমার রবের অনুগ্রহ, (যদ্বারা এই মহান কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে), তারপর যখন (বিশ্বব্যাপী আযাব সম্বন্ধে) আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে, তখন তিনি ইহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবেন; এবং আমার রবের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।

১০০। এবং (যেদিন ইহা পূর্ণ হওয়ার সময় হইবে) সেই দিন আমরা তাহাদিগের এক (দল)—কে অপরের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড তরঙ্গাকার গতিতে আক্রমরত ছাড়িয়া দিব, এবং (ইতিমধ্যে) শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব।

১০১। এবং সেই দিন জাহান্নামকে আমরা কাফের গণের একেবারে সম্মুখে পেশ করিয়া দিব—

১০২। যাহাদের চক্ষু আমাকে (কোরআনকে) স্মরণ করার ব্যাপারে পর্দার আড়ালে ছিল এবং যাহারা শ্রবন করিতেও অক্ষম ছিল।

হাদিস শরীফ

সাদকার ফযিলত

১

হযরত আবু হোরেরা (রাঃ)-এর বর্ণনা—আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ আল্লাহ্‌র পথে কোন জিনিষের এক জোড়া খরচ করে, তাহাকে বেহেস্তের দ্বারসমূহ হইতে ডাক দেওয়া হইবে এবং বেহেস্তে অনেক দ্বার আছে; যাহারা বাকায়দা নামাযী, তাহাদিগকে নামাযের দ্বার হইতে ডাক দেওয়া হইবে; যাহারা জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে জেহাদের দ্বার হইতে ডাক দেওয়া হইবে; যাহারা যাকাত দিত, তাহাদিগকে যাকাতের দ্বার হইতে ডাক দেওয়া হইবে; এবং যাহারা রোযা রাখিত, তাহাদিগকে রাইয়ান দ্বার হইতে ডাক দেওয়া হইবে। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, কাহাকেও বোধ হয় সকল দ্বার হইতে আহবান করার প্রয়োজন হইবে না। কেহ কি ঐ দ্বার সমূহের সকলগুলি হইতে আহুত হইবে? হযরত রসুল (সাঃ) বলিলেন, হাঁ, আশা করি তুমি তাহাদের মধ্যে এক জন হইবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

২

হযরত জাবের (রাঃ) এবং হুজায়ফা (রাঃ)-এর বর্ণনাঃ আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক নেক কাজ সাদকা।

(বুখারী ও মুসলিম)।

৩

আবু যার (রাঃ)-এর বর্ণনা ঃ আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, তুমি কোন নেক কাজকে তুচ্ছ করিও না। যদিও ইহা তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সহিত হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা হউক। (মুসলিম)

৪

আবু মুসা-আশায়ী (রাঃ)-এর বর্ণনাঃ আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক মুস্লিমের উপর সাদকা বাধ্যকর। তাহারা (সাহাবাগণ) প্রশ্ন করিলেন, যদি তাহার কিছু না থাকে? তিনি বলিলেন, সে তাহার দুই হাত দিয়া কাজ করুক, ইহাতে তাহার নিজেরও ফায়দা হইবে এবং সাদকাও হইবে? তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে যদি অক্ষম হয় বা কাজ করার সুযোগ না হয়? তিনি বলিলেন, তাহা হইলে সে অভাবী দুঃখী ব্যক্তিকে সাহার্য্য করুক। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাও যদি সে করিতে না পারে? তিনি বলিলেন, তাহা হইলে সে সদুপদেশ দান করুক? তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাও যদি সে না করিতে পারে? তিনি বলিলেন, সে মন্দ কাজ হইতে বিরত হউক, কারণ ইহা নিশ্চয় তাহার জন্য সদকা।

(বুখারী ও মুস্লিম)।

৫

আবু হোরেরা (রাঃ)-এর বর্ণনাঃ আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, আদমের প্রত্যেক সন্তানকে ৩৬০ জোড় দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, যে বলে— আল্লাহ্‌ সব থেকে বড়, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র সকল শক্তি আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্‌ সকল ত্রুটি হইতে পবিত্র ও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাহে এবং মানুষের (চলার) পথ হইতে একটি পাথর বা একটি কাঁটা সরাইয়া দেয় অথবা সৎকাজ করিতে এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলে, সে ৩৬০ জোড়ের কর্তব্য পালন করে এবং সেদিন সে নিশ্চয় নিজেকে আগুন হইতে বাঁচাইয়া চলিয়া যাইবে।

(মেশকাত)

৬

আবদুল্লাহ্‌ বিন আমর (রাঃ)-এর বর্ণনাঃ আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা রহমান খোদার এবাদত কর, (ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে) আহার করাও এবং শান্তি প্রচার কর, তাহা হইলে তোমরা শান্তির সহিত বেহেস্তে প্রবেশ করিবে।

(তিরমিযি, ইবনে মাজা)।

৭

আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনাঃ আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় সাদকা আল্লাহ্‌র ক্রোধকে শান্ত করে এবং মৃত্যুর যন্ত্রণাকে দূর করে। (তিরমিযি)।

৮

বারাআ (রাঃ)-এর বর্ণনাঃ আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ দুগ্ধ বা রূপা উপহার দেয় কিম্বা গলিতে পথ দেখাইয়া দেয়, সে ক্রীতদাস আযাদ করার নেকী পাইবে।

(তিরমিযি)।

৯

আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনাঃ লোকে একটি ছাগল যবেহ করিল। অতঃপর আল্লাহ্‌র রসুল জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার কিছু বাকী আছে কি? তিনি (আয়েশা রাঃ) বলিলেন, উহার স্কন্ধদেশ ছাড়া আর কিছু নাই। তিনি বলিলেন, উহার স্কন্ধদেশ ছাড়া বাকী সবটাই আছে। (তিরমিযি)।

১০

আবদুল্লাহ্‌ বিন মসউদ (রাঃ) এর বর্ণনাঃ আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ ভালবাসেন—(১) যে আল্লাহ্‌র কেতাব পড়ার জন্য রাত্রে ঘুম হইতে উঠে (২) যে দক্ষিন হস্তে সাদকা দেয়, কিন্তু তাহার বাম হস্ত জানিতে পারে না এবং (৩) যে সৈন্যদলে থাকিয়া, সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেলেও স্বস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুর মোকাবেলা করে। (তিরমিযি)।

অনুবাদ—
মোঃ মোহাম্মাদ

সালানা জলসার গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

এই জলসাকে সাধারণ জলসার ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থণ ও ইসলামের কলেমার মর্য্যাদা বৃদ্ধির উপর স্থাপিত।

আমি দোয়া করি, এরূপ সকল ব্যক্তি যাঁহারা এই লিল্লাহী (আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অনুষ্টিতব্য) জলসায় যোগদানের জন্য সফর অবলম্বন করেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের সাথী হউন এবং মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন।

"বহুবিধ কল্যানময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসায় সকল সেই ব্যক্তির যোগদান করা আকশ্যকীয়, যাঁরা পথ খরচের সামর্থ রাখেন। এরূপ ব্যক্তিগণ যেন প্রয়োজনীয় বিছানা পত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের (সন্তুষ্ট লাভের) পথে সামান্য সামান্য বাধা-বিপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। খোদাতায়ালা মুখলেস (খাঁটি সরল বক্তি) গণকে পদে পদে সওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পথে কোন পরিশ্রম এবং কষ্ট ব্যর্থ যায় না।

পূণঃ লিখিতেছি যে, এই জলসাকে সাধারণ জলসা গুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থণ এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত। ইহার ভিত্তি-প্রস্তর আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন এবং ইহার জন্য জাতি সমূহকে প্রস্তুত করিয়াছেন যাহারা অচিরেই আসিয়া ইহাতে যোগদান করিবে কেননা ইহা সেই সর্ব-শক্তিমানের কার্য্য, যাঁহার সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব নহে। অবশেষে আমি দোয়া করি, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন এই লিল্লাহী (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কল্পে অনুষ্ঠীতব্য) জলসার উদ্দেশ্যে সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হউন, তাহাদেরকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন, তাহাদের বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট এবং

উদ্বেগ পূর্ণ অবস্থা তাহাদের জন্য সহজ করিয়া দিন, তাহাদের সকল দুঃশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করুন, তাহাদেরকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট হইতে নিস্কৃতি দান করুন, তাহাদের সকল শুভ কামনা রূপায়নের পথ তাহাদের জন্য উর্ম্মুক্ত ও সুগম করুন ও পরকালে আপনর সেই বান্দাদিগের সহিত তাহাদিগকে উত্থিত করুন, যাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ রহিয়াছে এবং সফরান্ত অবধি তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হউন।

হে খোদা! হে মর্যাদা ও বদান্যতার অধিকারী! করুণাকর ও বাধা-বিপত্তি নিরসন কারী! এ দোয়া সমূহ কবুল কর এবং আমাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদিগের উপর উজ্জ্বল ঐশী-নিদর্শনাবলি সহকারে বিজয় ও প্রাধান্য দান কর, কেননা প্রত্যেক প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার তুমিই অধিপতি। আমীন, পুণঃ, আমীন।

(এস্তেহার, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ ইং)

অনুবাদঃ

আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র

ব্যক্তিসত্তা গণতন্ত্রে যতদূর গৌন, ততদুর মুখ্য জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তি প্রতিভার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দান করতে গিয়ে ব্যক্তিকেই সর্বস্ব করে তোলা হয় ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি-ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সম্মোহিত জনসাধারণ নিজেদের সঠিক সিদ্ধান্তকেও নেতার অর্বাচীনতার কাছে অকাতরে জলাঞ্জলী দেয়। এই ব্যবস্থায় স্বজাতি এবং স্বদেশের উন্নতির জন্য অপর জাতি বা দেশকে শাসন ও শোষন করা বৈধ মনে করা হয়। জার্মান, ইটালীয়ান বা স্পেনিয়ার্ডরা মনে করতো যে, পৃথিবীর অপরাপর দেশগুলোকে নিজেদের স্বার্থের বা উন্নতির জন্য দখল করা এবং নির্বিবাদে শোষন করা তাদের জন্য প্রয়োজন। তারা মনে করতো যে আন্তর্জাতিক যে কোন আন্দোলন তাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী, সুতরাং প্রতিরোধ্য। তারা এই কারণে কোনো ধর্ম বা ধর্মীয় আন্দোলনকেও বরদাস্ত করতে রাযী ছিল না। এই দিকটার বিকটরূপ প্রত্যক্ষ করা গেছে জার্মানীতে। বিদেশ উদ্ভূত বলেই হিটলার ইহুদী ও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম এবং সেই সব ধর্মানুসারী মানুষদেরকে উৎখাত করার সংকল্পে মেতে উঠেছিল। জার্মানে জাতীয়তাবাদ এত বেশী উদগ্র আকার ধারণ করেছিল যে, জার্মানরা অন্য কোনো ধর্ম পালন করার পরিবর্তে নিজেদের দেশের একদা প্রচলিত পৌত্তলিকদের পুনরায় প্রবর্তিত করার প্রচেষ্টাও চালিয়েছিল এই পর্যায়ে তারা তাদের দেশজ প্রাচীন ধর্মীয় আচার 'কুকুর পুজার' প্রচলন পর্যন্ত করতে প্রয়াস পেয়েছিল। এবং এতে দেশের অধিনায়ক শ্রেণীর লোকেরাও অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করেছিল।

জাতীয়তাবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই অতিশয় উগ্র আকার ধারন করে বলে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে কলহ-সংঘর্ষ দাঙ্গা বেঁধে উঠে। এবং পরিনামে নিজেরা অন্যদেরকে নিয়ে ব্যাপকতর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জাতীয়তাবাদীতা ঈমানের অঙ্গ বটে; কিন্তু তা যখন ঈমানের সর্বাঙ্গ হয়ে পড়ে তখন ঈমানের মূল স্তম্ভটাকেই ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তখন খোদ জাতীয়তাবাদী জাতিটাও ধ্বংসের অতল তলায় তলিয়ে যায়। যেমন গিয়েছিল ইতালী,

(অবশিষ্টাংশ শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সাদা জেন্দেগী

মূলঃ শাব্বীর আহমদ

অনুবাদঃ মোহাম্মদ মুস্তিউর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চিকিৎসা

এমন লোক কে আছে যার রোগ হয় না। বিশেষ নজর না দেয়ার জন্যে কোন কোন রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। শয্যাশায়ী রোগীর জন্যে অনেক সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। অনেক সময় ডাক্তারের অবহেলার জন্যে টাকা পয়সা বেশী খরচ হয়ে থাকে। ইউরোপে চিকিৎসা খরচ সরকার বহন করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও এই সব ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। তাই চিকিৎসার জন্যে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। বিশেষ করে বর্তমান কালের অধিকাংশ ডাক্তারগণ বিরাট বিরাট ঔষধের তালিকা প্রদান করেন এবং রোগীর উপর অর্থের গুরুভার পড়ে। তাই তাহরীকে জাদীদের একটি দাবী ইহাও যে, ডাক্তারগণ এই প্রতিজ্ঞা করুন যে তারা রোগীদের উপর বেশী ঔষধের বোঝা চাপাবেন না বা দামী ঔষধের ব্যবস্থা দিবেন না। যাতে কম খরচ হয় এহেন পরামর্শ দান করবেন। যেমন হজরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলেছেন,

"আয়ের এক চতুর্থাংশ চিকিৎসার জন্য ব্যয় হয়। তাই ডাক্তারগণ এই রকম প্রতিজ্ঞা করুন যে সর্বদা চেষ্টা করবেন যেন অল্প পয়সার মধ্যে চিকিৎসা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মনে করেন যে ঔষধ না দিলে রোগীর ক্ষতি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দামী ঔষধের ব্যবস্থা না করেন।

চিকিৎসার খরচও এত বেশী হয় যে ইহাও একটা তামাসার মত হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারগণ যদি এই রকম প্রতিজ্ঞা করে নেন যে আপনার ধীশক্তির উপর জোর দিয়ে এমন ব্যবস্থা দেবেন যা স্বল্প দামে পাওয়া যায়। মূল্যবান প্যাটেন্ট এবং নূতন নূতন ঔষধের ব্যবস্থা দিয়ে দেশের অর্থ অপচয় করবেন না। তবেই এই ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

[খুৎবা জুমআ ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৪ সন]

তাহরীকে জাদীদের এই দাবীর প্রতি ডাক্তারগণের সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ। তাহরীকে জাদীদ তাদের নিকট এই আশাই করে যেন সস্তায় যাতে চিকিৎসা করা যায় সে দিকে তারা লক্ষ্য রাখেন এবং জনসাধারণের উপর চিকিৎসার বোঝা ভারী না হয়। সরকারী সামান্য প্রচেষ্টায় এই কাজ আরও সহজ সাধ্য হতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত সরকার জনসাধারণের সমস্ত চিকিৎসার ভার নিজের স্কন্ধে না নিতে পারেন ততদিন পর্যন্ত অন্ততঃ ডাক্তারগণের নিকট এই মর্মে আহ্বান জানাতে পারেন যাতে ডাক্তারগণ সহজসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থাদি প্রদান করেন গরীব জনসাধারণের উপর অহেতুক বোঝার সৃষ্টি না হয় জনসাধারণকেও এই মর্মে আহ্বান জানান যায় যেন তারা অহেতুক দামী ঔষধ ব্যবহার না করে। যদি ডাক্তারগণ এই খেদমতের সুযোগটুকু

গ্রহণ করেন তবে দেশ ও জাতীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে।

সিনেমা, তামাসা ইত্যাদি

আজ সভ্য দুনিয়া এই কথার উপর স্বীকারোক্তি করেছে যে সকল প্রকার পাপের মধ্যে সিনেমা বেশ ইন্ধন যুগিয়ে থাকে। চুরি ডাকাতি, লজ্জাহীনতা, ইত্যাদির প্রশিক্ষণ সিনেমার মধ্য থেকে পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। নারী পুরুষের অবাধ মেল-মেশার প্রবৃত্তিও ইহার বদৌলতেই দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহার অপকারীতা সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও ইহার প্রতিকারের ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না। সিনেমার আবিষ্কারের দিক থেকে ইহার গুরুত্ব ও উপকারীতা অস্বীকার করার যো নেই কিন্তু যেভাবে ইহাকে ব্যবহার করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। তা না হ'লে সমাজের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হচ্ছে এবং হতে থাকবে। যুবক সম্প্রদায় খেলা তামাসার ব্যাপারেও দেশের বহুল অর্থ খরচ করছে। নিজের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করছে।

এই সমস্ত বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে হজরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) তাহরীক-এ জাদীদের উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রস্তাব করেছিলেনঃ "যেন কোন আহমদী সিনেমা, সার্কাস, থিয়েটার ইত্যাদি বা কোন তামাসা দেখতে না যায়। সর্বদা ইহা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রত্যেক আহমদী যে আমার সাথে বয়তের মূল্য বুঝে তার জন্য সিনেমা অথবা কোন তামাসা ইত্যাদি দেখা নাজায়েয।" [খুৎবা জুময়া ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৪ সন]

সিনেমা এবং তামাসা না দেখা যেমন যুবক সম্প্রদায়কে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবে তেমনি অর্থনৈতিক দিক থেকেও বেশ লাভবান হওয়া যাবে কেননা দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকা এই ব্যাপারে নষ্ট হচ্ছে। এই ব্যাপারে সরকারের জরুরী ভিত্তিতে দৃষ্টি দেয়া দরকার। নতুবা কারাগার বর্ধিত করে বা বিচারালয় বাড়িয়েও অপরাধ প্রবণতা দূর করা যাবে না। মূল বীজকে নষ্ট করে দিলেই তা' সম্ভব হবে। পাপের মূল বীজ সম্বন্ধে চিন্তা করলে বর্তমান জমানার কেবল সিনেমার কথাই মনে আসে। সরকার যদি চান তবে তার নিরসণে শিক্ষা এবং জ্ঞান বিষয়ক ছবি তৈরী করিয়ে দিতে পারেন। ঐগুলো দেখলে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে এবং উপকৃত হবে। যতদিন পর্যান্ত ঐ রকম বন্দোবস্ত করা না যায় ততদিন পর্যন্ত সিনেমায় বিধি নিষেধ আরোপ করা দরকার। আলহামদুলিল্লাহ্ আহমদীগণকে তো হুজুর (রাঃ) সিনেমা দেখতেই নিষেধ করে দিয়েছেন।

বিয়ে সাদী

বিয়ে সাদীর ব্যাপারে আমাদের দেশে এত বেশী খরচ করা হয় যার জন্যে অনেক সময় পিতামাতা সন্তান সন্ততির বিয়ে সাদীর ব্যাপারে দেউলিয়া হয়ে যান। তাই বিয়ে সাদীর খরচ ব্যক্তির জন্যে যেমন অভিশাপ তেমন জাতীর জন্যেও নিয়ে আসে মহা সঙ্কট। জাতীয় সম্পদ বিনষ্টকারী এই রেওয়াজ সর্বদা দুই পরিবারের জন্যে বয়ে নিয়ে আসে ধ্বংশের বার্তা। ব্যক্তি এবং জাতীকে এই অভিশাপ থেকে বাঁচতে হ'লে এই অযথা অনুষ্ঠানাদি বাদ দিতে হবে। হজরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাহ্রীকে জাদীদের এই ঘোষণার প্রাক্কালে বিয়ে সাদীর ব্যাপারে জমাতের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন

"বিয়ে সাদী এবং খুশীর সময়ও খরচের মাত্রা

কমানো যায়। নূতন পরিবেশের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায়। সদিচ্ছার প্রশ্ন। একেবারে না করেও আর পারা যায় না তবে লক্ষ্য রাখা উচিৎ যেন জোড়ায় জোড়ায় কাপড় এবং বেশী গহনার বাহাদুরী না হয়। খেয়াল রাখা দরকার যেন তিন বৎসরের মধ্যে ঐ জিনিষ কম দিলেও চলে। যে ব্যক্তি আপনার কন্যাকে বেশী দিতে চায় সে যেন গহণা এবং নগদ টাকার মাধ্যমে কিছু দেয়।"

[খুতবা জুমুয়া ২৩শে নভেম্বর, ১৯৭৩ সন)

বিয়ে সাদীর ব্যাপারে "মহর" একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার উপর বিশেষ কেউ আমল দেয় না। দেখাবার জন্যে নিজের ক্ষমতার বিশগুণ দেয়ার জন্যে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়। কেননা সে উহাকে আদায় করা ফরজ মনে করে না। সত্য কথা এই যে, ইসলাম ইহাকে ফরজ করে দিয়েছে। যদি তার জানাও থাকে যে উহা আদায় করতে হবে তবুও বেশী "মোহর" দেয়ার প্রতি শ্রুতি করা উচিৎ নয়। প্রথমে হাজার হাজার টাকার "মোহর" ধার্য্য করা হয় কিন্তু পরে বিবির নিকট মাফ চেয়ে নেয়া হয় দুর্বল নারীর মাফ করে দেয়া ছাড়া আর কোন যৌক্তিকতা আছে কি? যদি প্রথমে প্রাপ্য তাকে দেওয়া হয় পরে মাফ চাওয়া হয় তবে দেখা যাবে ফেরত পাওয়া যায় কিনা? অসুবিধা ব্যতিরেকে এক পুরুষ শারিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত স্ত্রীর হক আদায় না করলে তার পৌরুষের মর্যাদা থাকে কি? হজরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

"মহরও মাত্রাতিরিক্ত ধার্য্য করা হ'য়ে থাকে। আমাদের ঘরে সাধারণতঃ এক হাজার টাকা "মহর" ধার্য্য হ'য়ে থাকে। ভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কম বেশীও হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে আমি দেখেছি যে, সাধারণ সাধারণ লোকও পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকার "মহর" ধার্য্য করে থাকে। যদিও তাদের সম্পত্তি বা আয় খুবই কম। যাইহোক, সামর্থানুযায়ী ধার্য্য করা উচিৎ।" [খুতবা জুমুয়া ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ সন] তিনি আবার বলেছেন

"ইসলাম ঐ সমস্ত লোক দেখানো কাজ বা ধোকা দেয়ার জন্যে করা হয়, নাজায়েয করেছে। যে লোক অন্যকে দেখানোর জন্যে বেশী বেশী "মহর" ধার্য্য করে কিন্তু আদায় করেনা সে গুনাহ্‌গার। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর আমল থেকে জানা যায় যে, তাঁরা পূর্বেই "মহর" আদায় করে দিতেন ইহা করা দরকার। যদি একবারে আদায় না করা যায় তবে সময় নিয়ে আদায় করা উচিৎ। মোয়াজ্জেল এবং গয়ের মোয়াজ্জেল পরবর্ত্তী সময়ের আবিস্কার। ইসলামী শরীয়তের সাথে ইহার কোন সম্পর্ক নেই। যতদূর হয় প্রথমেই আদায় করা দরকার। পরে আস্তে আস্তে শোধ করা দরকার কেননা ইহার নারীর কাছে পুরুষের দেনা। ইহা আদায় করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।" [খুতবা নিকাহ্ প্রথম জিলদ পৃষ্ঠা ৩৮-৪০]

প্রশ্ন উঠতে পারে "মহর" বেশী ধার্য্য করা উচিৎ না কম। কত ধার্য্য করা দরকার এই প্রসঙ্গে খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) একটি সুন্দর নীতি নির্ধারন করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"আমি "মহর" এর পরিমান ছয় মাস থেকে এক বৎসরের আয় পর্য্যন্ত নির্ধারণ করেছি। অর্থাৎ যদি আমার কাছে কেউ "মহর" সম্বন্ধে পরামর্শ চায় তবে তাকে পরামর্শ দিয়ে থাকি যেন সে তার ছয় মাসের আয় থেকে এক বৎসরের আয় পর্য্যন্ত "মহর" ধার্য্য করে এবং আমার এই হুকুম দেওয়ার ভিত্তি হ'ল এই যে আল্লাহ্ তাআলা হজরত মসীহ মাউদ কে (আঃ) আল ওসিয়াতের মধ্যে ১/১০ ভাগ শর্ত্ত নির্ধারণ করেছেন এবং ইহাকে বিরাট এবং মহান

কোরবাণীর স্থায়ীত্ব দিয়েছেন। ঐ দিকেই আমার দৃষ্টি যে নিজের খরচাবলী মিটানোর পরে আয়ের ১/১০ ভাগ রেখে দেয়া সাধারণ কোরবাণী নহে। বরং ইহা ঐ কোরবাণী যার জন্যে বেহেস্তের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এক বৎসরের আয় যা ধারাবাহিক ভাবে দশ বৎসরের আয়ের ১/১০ ভাগ হয়, এই হিসাবে বিবিকে "মহর" দেয়ার উদ্দেশ্য পুরণে যথেষ্ট এবং আমার দৃষ্টিতে ইহা চূড়ান্ত ফল।" আল ফজল ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ সন]

কন্যা পক্ষের তরফ থেকে বেশী দাবী দাওয়া পেশ করা কোন ভাবেই ইসলামী আইন সম্মত নয়। বহুদিন থেকেই এই রেওয়াজ চলে আসছে এবং ইহা খুবই অপছন্দনীয়। ইহাকে অজ্ঞতা বলা যায়না। অবস্থা এতদুর গেছে যে কন্যা পক্ষ অলঙ্কার সম্বন্ধেও দর কষাকষি করে। ইহা খুবই দোষনীয় এবং লজ্জার কথা। হযরত খলীফাতুল মসিহ সানী (সাঃ) এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

"আমি লক্ষ্য করে দেখছি যে আজ পর্য্যন্ত এই ব্যধি চলে আসছে যে কি কি অলঙ্কার দেয়া হ'বে এই প্রসঙ্গে কন্যা পক্ষ জিজ্ঞাসাবাদ করে। ইহা বলার জন্যে তাদের শরমও লাগেনা। যে যতটুকু পারে সে ততটুকু দিক। কিন্তু কন্যা পক্ষ থেকে এই সমস্ত কথা বলা কন্যাকে বিক্রয় করার সামিল নয় কি? [খুতবা জুমুয়া ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৭ সন]

তৃতীয় কথা হ'ল ওলিমার মাসয়ালা সম্বন্ধে। দেখা গেছে যে ফ্যাশন এখানেও ঘাঁটি গেড়েছে। লোকের সুনাম অর্জ্জন করার জন্যে বিভিন্ন প্রকারের খানা পিনার আয়োজন করা হয়। অনেক মেহমানকে দাওয়াত করা হয়। কিন্তু এই অনুষ্ঠান খুবই সাদাসিদা হওয়া প্রয়োজন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলেছেন,

"রসুল করীম (সাঃ) এর সময় বড় ওলিমা ঐ রকম হ'ত যেমন এখন সবচেয়ে গরীব লোক করে থাকে। ওলিমার মধ্যে ১০/১৫ জন লোককে দাওয়াত করাই যথেষ্ট। যেমন সুন্নতের মধ্যে পাওয়া যায় যে একটা বকরী যবেহ করে ঝোল পাক করে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হত।" [খুতবা জুমুয়া ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ সন]

সাজ সজ্জা

ঘর বাড়ীর সাজ-সজ্জার উপরও বেশ টাকা পয়সা খরচ হয়ে থাকে। ইহাকে ঠেকানোরও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। যেমন হজরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলেছেনঃ

"সপ্তম প্রশ্ন ঘর বাড়ীর সাজ-সজ্জার ব্যপারে। সাধারণ অবস্থার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে ইহারও পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে। যদি খাদ্য এবং পোষাকের মধ্যে আড়ম্বরহীনতার সৃষ্টি হয় তবে স্বাভাবিক ভাবে ইহার মধ্যেও আড়ম্বরহীনতা এসে যাবে। আমি সাধারণ ভাবে এই কথা নসিহত করতে চাই যে, সাজ সজ্জার জন্যে যেন অহেতুক টাকা পয়সা নষ্ট না করা হয়।" [খুতবা জুমুয়া ২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ সন]

নিজ হাতে কাজ করা

আমাদের মধ্যে ছোট বড়র ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইহা হিন্দুদের মধ্য থেকে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হ'য়েছে। হিন্দুদের ভিতরে ছোট জাত এবং বড় জাতের ভেদাভেদ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। হিন্দু সমাজ ইহাকে স্বীকৃতিও দিয়েছে, আস্তে আস্তে মুসলমানদের মধ্যে এই রোগ বিস্তারিত হয়েছে এবং আজ ইহা একটা নুতন সমস্যা হ'য়ে দেখা দিয়েছে। ফল কথা ইসলাম সার্ব্বজনীন সাম্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে। "দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে কেউ ছোট নয়, এবং "ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহে

আতকাকুম" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর নিকট সম্ভ্রান্ত যে বেশী তাকওয়া পরায়ণ (আল্লাহ ভীরু)। এই মাপকাঠিতে মোত্তাকীগণ আল্লাহর নিকট প্রিয়। এই শ্রেণীভেদের ভূতকে ভাঙ্গার জন্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনাড়ম্বর জীবন যাপনের নির্দ্দেশ দিয়েছেন এবং নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"আমি চিন্তা করেছি যে তাহরীকে জাকীদের মধ্যে এই কথার প্রতি দৃষ্টি দেয়া দরকার যে, জমাতের মধ্যে সর্ব্বাবস্থায় যেন সাম্যের প্রেরনা কায়েম হয় এবং সে জন্যেই আমি সাদা সিদা জীবন যাপণের প্রস্তাব দিয়েছি এবং উহার একাংশ নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করা। যাতে গরীব এবং আমীরের বিশেষত্বের অবসান ঘটে। শরিয়ত যতটুকু বিশেষত্ব রাখার নির্দ্দেশ দিয়েছে তার অবসান আমি ঘটাতে পারিনা। শরিয়ত এই আদেশ দেয়নি যে কোন ব্যক্তি দশ টাকা আয় করে আনলে তা ছিনিয়ে নাও। এই জন্যে আমি ইহা করতে পারি না। তবে টাকা আয় কারীর উপর অনেক বিধি নিষেধ আরোপ করা হ'য়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তার কাছ থেকে যাকাত আদায় করতে বলা হ'য়েছে। চাঁদা নিতে বলা হ'য়েছে প্রয়োজনের দাগিদে বিভিন্ন ট্যাক্স আদায় করতে বলা হ'য়েছে। নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করাও সাম্য সৃষ্টির একটী পন্থা। গরীব এবং আমীর একত্র হ'য়ে বোঝা বহন করে, মাটি কাটে তবেই ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের প্রেরনা জিবন্ত থাকতে পারে। [খুৎবা জুময়া ২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৭সন]

দুনিয়াতে কোন পেশাই নিন্দনীয় নয়। কিন্তু মানুষই পেশার মধ্যে অপমান এবং সম্মানের সোপান সৃষ্টি করেছে। ইসলাম সর্ব্বদাই এই বিশেষত্বের অবসান ঘটাতে সচেষ্ট। মুসলমান একে অন্যের ভাই তবে সে যে পেশাই অবলম্বণ করুক না কেন বা যেখানেই বাস করুক না কেন, ইমান এবং এখলাসের দিক থেকে উন্নত থাকলে কোন পেশাই তাকে সম্মানিত বা অপমানিত করতে পারে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাহরীকে জাদীদের একটি দাবীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

"ষষ্টদশ দাবী এই যে জমাতের বন্ধুগণ নিজ হস্তে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করুক। আমি দেখেছি অনেক লোক নিজ হাতে কাজ করাকে অপমানকর বোধ করে। পরন্তু ইহা অপমানকর নহে। বরং সম্মানের কথা, অপমানকরের অর্থ তো ইহাই যে আমরা মনে করে নিয়েছি যে অমুক কাজ অপমানকর। যদি তাই হয় তবে আমাদের কি অধিকার আছে যে আমাদের এক ভাইকে বলি যে তুমি সেই কাজ কর, যাকে করা আমরা অপমানকর মনে করি! আমাদের প্রত্যেকেই নিজ হাতে কাজ করা উচিৎ। (খুতবা জুময়া ৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৪ সন)

সন্তান সন্ততিদের মধ্যে এই অভ্যাস সৃষ্টি করার জন্য পিতা-মাতার বিশেষ দৃষ্টি দেয়া কর্ত্তব্য। নিজে-রাও যেন তাদের সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করেন। কেননা মানুষের মধ্যে যে মিথ্যা "ইজ্জতের" সৃষ্টি হ'য়েছে তার যেন অবসান হয় এবং নিজে হাতে কাজ করে খাওয়ার প্রেরনা সৃষ্টি হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলেন,

"মা বাপ কঠোর মনোভাবের সাথে তাদের বেকার ছেলেদের বলে দিক, আমরা তোমাদের লালন পালন করেছি। এখন তোমরা যুবক হয়েছ। যাও নিজের আহারের অন্বেষন কর। নিঃসন্দেহে ইহা কঠোরতা। কিন্তু উহা ভালবাসা ও স্নেহ

যা অকর্মন্যতা সৃষ্টি করে তা" থেকে হাজার গুণ ভাল " (খুতবা জুময়া ২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৫ সন)

নিজ হাতে কাজ না করা এমনই একটা অভিশাপ যা দেশ এবং জাতিকে ঘুনে ধরার মত শেষ করে দেয়। ধনীদের মধ্যে ইহা সৃষ্টি হওয়ার যদিও কিছু অর্থ থাকতে পারে কিন্তু গরীবের মধ্যে এই অভ্যাস সৃষ্টি হ'লে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। হজরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

"নিজ হাতে কাজ না করা কোন সাধারণ কথা নয়। ইহা থেকে অনেক বড় বড় দোষ সৃষ্টি হয়। আস্তে আস্তে এক একটা বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে গরীব সর্ব্বদা দারিদ্রের মধ্যে থাকে এবং তাদের অবস্থা পরিবর্তনের কোন সুযোগ পায়না।

আমাদের যুবকদের মধ্যে এই রোগ (নিজ হাতে কাজ না করা) বড়ই দীর্ঘস্থায়ী। এই সময় ছোট বড় যত লোক আছ, তাদের সব ইকে উদ্দেশ্য করে আমি বলছি। আমি আমার সন্তান দিগকেও ইহার থেকে বাদ রাখছনা। তারাও সিল্‌সিলার জন্যে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হ'য়ে যাউক। তবলীগের জন্যে বিদেশে বেরিয়ে পড়ুক। কিন্তু নিজ হাতে কাজ না করলে মনে হবে অভ্যাস না থাকার ফলেই এমন হ'য়েছে। যদি আমরা জামাতের মধ্যে নিজ হাতে কাজ করার প্রেরনা সৃষ্টি করে দেই তবে জমাতের শতকরা ২৫ ভাগ বোঝা উঠাতে পারি। যখন তার দুনিয়ার মহান কাজে যোগ দেবে আমি মনে করি যে, তারা সে মহান কাজেরও শতকরা ২৫ ভাগ দায়িত্ব সামলে নিতে পারবে।"

{ খুতবা জুময়া ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ সন }

সুতরাং তাহরীকে জাদীদের এই দাবীর (অনাড়ম্বর জীবন যাপন) মধ্যে নিজ হাতে কাজ করার বিষয়টি একটি বিশেষ দিক। যে ভাবে আমরা আমাদের জীবনকে অনাড়ম্বর করব তেমন নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাসও সৃষ্টি করা দরকার। বরং এতটুকু বলা যায় যে, নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস প্রথম সৃষ্টি করা দরকার এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন ইহার ফলেই সৃষ্টি হবে। আজ দেশ ও জাতির নিকট মথ্যা সম্মানের বাহাদুরীর প্রয়োজন নেই। আজ প্রয়োজন নিজ হাতে কাজ করার লোকের। যারা নিজ হাতে দেশের মজবুত ভিত্ত স্থাপন করে তার উপর মহান অট্টালিকা দাঁড় করাতে সক্ষম হবে।

ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রাব্বেল আলামিন।

'ওসিয়ত': অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ

—শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

আলোচনার দৃষ্টিতে :—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদ পৃথিবীকে অনেকটা সম্পদশালী করেছে সন্দেহ নেই; তবে সে সম্পদের মালিকানা তুলে দিয়েছে বৃষ্টিমেয় মানুষের হাতে। বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন পুঁজিহীন মানুষের শ্রম শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহারই পুঁজিবাদের উন্নতির চাবিকাঠি। এই ব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। কারণ, পুঁজিবাদের অন্তরালে যে প্রবৃত্তি ক্রিয়া শীল থাকে, তা তথা-কথিত সনাতন অর্থনৈতিক অহং—প্রসূত আত্মসাৎ স্পৃহা বা উপার্জন-লিপ্সা। এই লিপ্সার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইহা সব সময়ে বেড়েই চলতে চায় তাই, এই লিপ্সার অনিয়ন্ত্রক মানুষকে সর্বগ্রাসী করে তোলে এবং এ কারনেই পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পর্যায় সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করে।

পুঁজিবাদে অবাধ প্রতিযোগীতার পথ বাহ্যতঃ উন্মুক্ত দেখা গেলেও কার্যক্ষেত্রে সেই প্রতিযোগীতা সীমিত হয়ে আসতে থাকে এবং পরিনামে এক চেটিয়া কারবারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে উঠে। তখন ছোট ছোট শিল্পের অকাল মৃত্যু ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় বৃহৎ—বৃহত্তর আয়তনের শিল্প-কারখানা। ধীরে ধীরে পুঁজির কেন্দ্রীভবন এমন এক পর্যায়ে উঠে যায় যখন একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি আপসে আপ সম্ভব হয়ে যায়,—সম্ভব হয় কোম্পানী কম্বাইন, ট্রাষ্ট, সিণ্ডিকেট কার্টেলের এক নায়কত্ব—যেখানে একীভূত হয়ে ওঠে কোটি কোটি টাকার নিয়ন্ত্রনকারী অনেকগুলি ব্যাংকের পুঁজি। এই অবস্থায় অপরিমিত উৎপাদনের বিক্রি বিনিময়ের জন্য পুজিপতি মহাজনদেরকে খরিদ্দার বাজার, মজুর এবং কাঁচা মালের জন্য দুনিয়ার অনুন্নত এলাকার প্রতি দৃষ্টি ফেলতে হয়। যার অনিবার্য পরিনামরূপে দেখা দেয় উপনিবেশবাদ। অপরাপর জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রনের ও আত্মকর্তৃত্বের অধিকারকে সেক্ষেত্রে আত্মস্বার্থের দাবীয়ে রাখে পুঁজি-বাদ। তাই পুজিবাদের শোষন থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে আজকের দুনিয়ার কেউবা গণতান্ত্রিক সমা-জবাদের পথে দেশের দারিদ্র দূরীভূত কাতে প্রয়াসী —কেউবা জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের পথে, আর কেউবা বলশেভিজন প্রতিষ্ঠায় মাধ্যমে।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ

পুঁজিবাদী পন্থার অনুসরণে যে সকল দেশ ইতি-পূর্বেই প্রভূত উন্নতি সাধণ করে নিয়েছে, তারাই প্রধানতঃ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। অবশ্য বলেন তারা প্রকারন্তরে। এবং একথা তাঁরা নিজেদের দেশে যত বলেন তার ও চেয়ে অনেকগুনে বেশী প্রচার করান তাঁদের আওতাভুক্ত অনুন্নত দেশগুলোতে। এ প্রচেষ্টা তারা গ্রহণ করে থাকেন প্রধানতঃ এই কারনে যে এতে করে তাঁদের উপনিবেশবাদীতায় সহসা আঘাত

লাগতে পারবে না। ফলে, তাঁদের অনৈতিক শোষনের ক্ষেত্রে আকস্মিক কোনো ব্যাঘাত ঘটার আশংকা থেকে তারা নিরাপদ থাকতে পারবেন। তাদের এ ধারনাটা সত্যই প্রমানিত হয়েছে বলা যায়। কারণ, এ পথে অদ্যাবধি পৃথিবীর কোনো দেশেই সমাজবাদ কায়েম হয়নি।

আর যারা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা বলেন এবং প্রত্যক্ষই বলেন তাঁরা হলেন মেনশেভিকরা। ক্ষমতা দখলে পরাভূত হয়েই যে মেন্‌শেভিকরা গণতান্ত্রিক মনোভাব গ্রহণ করেছেন এমন নয়। এর একটা ধারা আগে থেকেই চলে আসছিল। জারতন্ত্র কতৃক নিষিদ্ধ এবং নিগৃহীত রাশিয়ার সমাজবাদী আন্দোলন প্রথম দিকে অবস্থার চাপে বিপ্লবাত্মক পন্থার অনুসারী ছিল। কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তীকালে এই আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একটি 'সোশ্যাল রেভুলিউশনারী পার্টি" অপরটি 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'। সোশ্যাল রেভুলিউশনকারীরা ক্ষেত—খামারে কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যেই প্রধানতঃ তাদের কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপৃত থাকতো! এই দলটি সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি আসক্ত ছিল বেশী। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' নামক অপর দলটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে কাজ শুরু করে। এই দলটি আবার দু'টি প্রতিদ্বন্দী দলে ভিক্ত হয়ে পড়ে ১৯০৪সালে। এরই একটি মেন্‌শেভিক অপরটি বলশেভিক। মধ্যবিত শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগীতার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রনয়ণ ও প্রবর্তন করতে চেয়েছিল মেন্‌শেভিকরা। পক্ষান্তরে বিপ্লব সংঘটণের মাধ্যমে সর্বহারার একনায়কত্বের দ্বারা সমাজতন্ত্র কায়েম করাই ছিল বলশেভিকদের উদ্দেশ্য। উভয় দলই কার্ল মার্কসকে নিজেদের গুরু বলে দাবী করতো। মেনশেভিকরা পশ্চিম ইয়োরোপীয় সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দলগুলোর সংশোধিত বিধি বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মার্কসবাদের ব্যাখ্যাদান করতো। পক্ষান্তরে, বলশেভিকরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টোর তীব্রতায় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International working men's Association) কতৃক প্রকাশিত পুস্তক পুস্তিকার বিপ্লবী মতাদর্শে।

১৯১৭ সালে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল মেনশেভিক, সোশ্যাল রেভুলিউশনকারী এবং উদারনৈতিক মধ্যবিত্তদের সহযোগীতায়। পরবর্তীকালে কিছু সংখ্যক বিপ্লবীর সহায়তায় ক্ষমতা দখল করে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে বলশেভিক দল। ফলে, অতি দ্রুত দল দুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠে। ক্ষমতায় জেঁকে বসে বলশেভিকরা নিজেদেরকে কম্যুনিষ্ট পার্টি হিসেবে ঘোষনা করে, এবং মার্কসের বিভিন্ন লেখার বিশেষতঃ কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টোর ভিত্তিতে দুনিয়াব্যাপী কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার কল্পনায় আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সংস্থার পত্তন করে। কম্যুনিষ্টরা ডেমোক্র্যাটদেরকে মার্কসবাদের দুষমন, বুর্জোয়াদের দালাল প্রভৃতি বলে গালমন্দ করতে থাকে অপরপক্ষে, গণতান্ত্রীরাও কম্যুনিষ্টদেরকে মৌলিক অধিকার হরণকারী, নৈরাজ্যের সৃষ্টিকারী প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করে। বলা বাহুল্য, এই মেনশেভিক গোষ্ঠির অনুসারীরাই আধুনিক কালে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা প্রচার করে বেড়ান। বিপ্লববাদীরা মনে করেন, প্রথমতঃ যে করেই হোক সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে গেলে পরে গণতান্ত্রিক অধিকার জাতীয় ব্যাপারগুলো সম্পর্কে বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু, কার্যতঃ তা হয়ে ওঠে না দেখেই, অন্যপক্ষ গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে অভিমত দান করেন।

বস্তুতঃ, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজবাদ আজও দুনিয়ার কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কারণ, ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ সাধন এবং শ্রম (প্রয়োজনে অতি শ্রম) নিয়োগের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র করে কামিয়ারী হাসেল করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র পরস্পর বিপরীত মুখী। ফলে, এতদুভয়ের মধ্যে কোনো মিলন-বিন্দু আজও নিরূপন করা যায় নি। গেলে বোধ করি, ভালই হতো। দ্বিতীয়তঃ বিপ্লববাদীদের ন্যায় গণতন্ত্রবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে যদিও খড়গহস্ত নয়, না প্রকাশ্যে, না গোপনে; যদিও তারা নিজেদেরকে বলেন ধর্ম-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ যার যা ধর্ম সে তা পালন করুক, তাতে কোনো বাধা নেই; না করলেও কোন আপিত্ত নেই; তবু এই অবস্থার আর একটা দিক হলো ইহা ধর্মের প্রতি উদাসীনতার সৃষ্টি করে। এবং এই উদাসীনতার জন্যই মানুষ ধর্মকে পিঠের পিছনে ফেলে রাখে। ফলে, সে ধীরে ধীরে ধর্মহারা হয়ে যায়। যাচ্ছেও। অবশ্য, ক্রম বিবর্তনের ধারায় যে সকল ধর্মে মানবজীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থা দান করা হয়নি, সে সকল ধর্মের পক্ষে তাদের অপূর্ণতার জন্যই একটা নিরপেক্ষ ব্যবস্থা তৈরী করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেজন্যই প্রতীচ্যে সেক্যুলারিজমকে বরণ করে নিতে হয়েছে। সেক্যুলার কথাটার তরজমা যারা ধর্ম-নিরপেক্ষ করেছেন, তারা সেক্যুলারের পরবর্তী ব্যাপকত্বের অনেকখানি সেক্যুলারত্বকে বর্জন করেছেন। এবং করেছেন জন্যই তরজমাটার সংকীর্ণ অংশটুকুই প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তার উদার ও সহিষ্ণু হিস্যাটা অহম ও উন্নাসিকতার কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায়। বলা বাহুল্য পূর্ণ পরিনত ধর্ম বলেই কেবল ইসলামই সেক্যুলারত্বেরও পুরোটুকু নিয়েই সামগ্রিক। এবং তারই পুনঃ প্রবর্তনের অপেক্ষায় পৃথিবী দিন গুনছে। যাক সে কথা।

যে সকল দেশে শ্রমিক সাধারনের জীবন-যাপনের মান কিছুটা সচ্ছল সে সব দেশে সমাজবাদের কথা বড় বেশী একটা কার্যকর হতে দেখা যায় না। কারণ সে সব দেশে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আক্রমন চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্বেষের সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। তেমন দেশের শ্রমিক সাধারণ বড় জোর জীবন-যাপনের মান আরও খানিকটা উন্নত করতে চায়, খামাখা হাঙ্গামায় নামতে চায় না। যে মানুষ মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে, তাকে অন্যের বিরুদ্ধে সহসা বিদ্বিষ্ট করে তোলা সম্ভবপর হয় না। কারণ, বিদ্বেষ এবং তজ্জনিত প্রতিহিংসা মানব মনের সুস্থ প্রবৃত্তি নয়। সে যাক। গণতন্ত্র করে যে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না— পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে তার নজীর গ্রেট ব্রিটেন এবং পুঁজিহীন দেশগুলোর মধ্যে ভারত।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটির কারণেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয় না। আজকাল অবশ্য গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসন পদ্ধতি হিসেবে প্রায় সর্বজন স্বীকৃত, বলা যায়। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বা রাষ্ট্র নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক বলে দাবী করে। কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশে আজও পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে জনগনের জন্য জনগনের শাসন কায়েম হয়েছে কিনা বলা কঠিন। বর্তমানে দুনিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হলো। দেশে সার্বজনীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজও গড়ে উঠে নি। গ্রেট ব্রিটেনকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ নমুনা বলতে অনেকেই উৎসাহ বোধ করে থাকেন। কিন্তু কার্যতঃ সেখানে কি সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? হয় নি। কেননা সেখানে যে কোনো ভাবেই হোক এখনও রাজতন্ত্র রয়েছে। এবং সেই সঙ্গে রয়েছে হাউস অব কমন্স ও আপার হাউসের

অলিগার্কি। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিও দাবী করে যে তারাও গণতান্ত্রিক। অথচ সে সব দেশে আদর্শগত ভাবেই একাধিক পার্টির অস্তিত্বকে বরদাস্ত করা হয় না। 'ফ্রি ওয়ার্ল্ডের' কোনো কোনো রাষ্ট্রে দেখা যায় পার্লামেন্টারী শাসন পদ্ধতি কোন কোনটিতে প্রেসিডেন্সিয়াল, আবার কোনটিতে একই সঙ্গে উভয় পদ্ধতির প্রচলন। আবার কোথাও নিয়ন্ত্রিত এবং কোথাও মৌলিক গণতন্ত্র প্রভৃতি দেখা গেছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেকের মতে জনগনের জন্য জনগনের শাসন কায়েম করার পরিবর্তে আসলে কিছুদিনের জন্য জনগন শাসন করার অবাধ অধিকার ও ক্ষমতা কিছু সংখ্যক লোকের হাতে তুলে দেয়। এই কিছু সংখ্যক লোক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে থোড়াই জনগনের তোয়াক্কা করে। এরা তখন বিরোধীদল বা সমালোচকদেরকেই খাতির করে বেশী। বিদেশী শক্তিকেই তোয়াজ করে বেশী। তাই, বলা হয় যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগন ভোটদানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত স্বাধীন থাকে, তার পরে আর থাকে না। তাছাড়া এই ব্যবস্থায়, শতকরা উনপঞ্চাশ জনের নির্ভুল সিদ্ধান্তকে একান্নজনের ভুল সিদ্ধান্ত দ্বারা অনায়াসে ভুল প্রতিপন্ন করা যায়। সর্বোপরি গণতন্ত্র তার অন্তর্নিহিত মূর্খতার দরুন কোনো নতুন প্রজ্ঞাকে বা প্রতিভাকে স্বীকার করে নিতে পারে না। দুনিয়ার বুকে যখনই কোনো নবী-রসুলের আবির্ভাব ঘটেছে, তখনই দেশশুদ্ধ লোক তাঁর পিছনে লেগেছে। যখনই কোন প্রতিভাবান পুরুষ এসেছেন, কোনো কোপারনিকাস বা কোনো গ্যালিলিও এসেছেন; তখনই সবাই মিলে তাঁকে নষ্ট করার অপচেষ্টা করেছে। সক্রেটিসের পবিত্র হাতে অপবিত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বিষের পেয়ালা তুলে দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ কোনো রাজ্যে গণতন্ত্রের দাম কড়াকড়িও নেই। ভোট দিয়ে নবী বানানো যায় না, আইনষ্টাইন তৈরী করা যায় না। কিন্তু ভোট দিয়ে হিটলার বানানো সম্ভব।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখতে চাই যে, ইসলামের শাসন পদ্ধতিতে খিলাফত একটি সুষম ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় খলীফা জনগনের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকেন, সে রায় কল্যাণকর হলে তা গ্রহণ করেন; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সেই রায় খলীফার উপরে বাধ্যকর নয়। তিনি প্রয়োজনে শুরা বা পরামর্শসভার-মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এই শুরা গঠনতান্ত্রিক কোনো নিয়মিত পদ্ধতি নয়। কারণ, পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার খলীফার। পরামর্শদাতা উপযাচক হয়ে বা জোর করে পরামর্শ দিতে পারেন না। কেননা, পরামর্শদান কোনো অবস্থাতেই অধিকার হিসেবে গন্য হয় না। তাছাড়া শুরার সদস্যরা রিকুইজিশন সভাও ডাকতে পারেন না। তিনি প্রয়োজন বোধ করলে জনগনের প্রদত্ত রায় নাকচ করে দিয়ে তাঁর একক রায়কেই কার্যকর করার অধিকারী। কারণ, খলীফা জবাবদিহির জন্য দায়ী থাকেন খোদাতায়ালার কাছে—জনগনের কাছে নয়। তিনি খোদাতায়ালার মুখের দিকে চেয়ে শাসনক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন,—জনগনের মুখের দিকে চেয়ে নয়। খোদাতায়ালার সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ থাকে তা জীবন্ত। তাই জীবনের সকল প্রয়োজনে খোদাতায়ালার প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে পথ চিনে চলতে সক্ষম তিনি। ফলে, মানবতার পক্ষে ক্ষতিকর কোনো পরিস্থিতির উদ্ভবের আশঙ্কা থাকে না তাঁর শাসনাধীনে আশঙ্কা থাকে না গর্ভপাত জাতীয় মনুষ্যত্ব বিরোধী পাপের পক্ষে গণতান্ত্রিক কানুনের গাউন পরে মানবকল্যাণের দরবারকে কলংকিত ও অপবিত্র করার।

(অবশিষ্টাংশ ৬-এর পাতায় দেখুন)

কাদিয়ান সফর

মোঃ শহীদুর রহমান

আল্লাহতালার হাজার শুকর যে বাল্যকাল হইতে হৃদয়ের মধ্যে যে আকাঙ্খা পোষন করিয়া আসিতে ছিলাম তাহা এই বৎসর জামাতের ৮১তম সালানা উপলক্ষে কাদিয়ান সফরের মধ্যে দিয়া বাস্তবে রূপলাভ করিয়াছে আল্‌হামদুলিল্লাহ। বিগত ১৪ই ডিসেম্বর সকাল ৯ টায় আমরা নিম্নলিখিত ৫ জন ঢাকা হইতে বাংলাদেশ বিমানে কলিকাতার উদ্দেশ্য রওয়ানা হই ঃ—

১) মৌলভী আহম্মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব
২) „ এ. টি. এম হক সাহেব,
৩) „ ডাক্তার মোহাম্মদ মুসা সাহেব,
৪) „ আবদুল করিম সাহেব,
৫) „ খাকছার, শহীদুর রহমান,

বিমানে ঢাকা হইতে কলিকাতা মাত্র ৪০ মিনিটের রাস্তা। প্রায় পৌনে দশটায় আমরা কলিকাতা বিমান বন্দরে অবতরন করি। বিমান বন্দর হইতে আমরা সোজা কলিকাতা আঞ্জুমানে যাই। আমীর সাহেব কয়েকদিন পূর্বেই কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন। এই বৎসর বাংলাদেশ হইতে আমীর সাহেব সহ মোট নয় জন কাদিয়ানের জলসায় যোগদান করেন। বাকী ৪জন হইলেন, যথাক্রমে ঃ—

১) মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ
২) „ ফজলুল করিম মোল্লা সাহেব,
৩) „ আমিনুল করিম,
৪) „ আবদুল গণি আহমেদ,

আল্লাহতায়ালার রহমতের একটি নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি, যাহা আমার ঈমানকে তাজা করিয়াছে। হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) জলসায় যোগদানকারীদের জন্য বহু দোয়া করিয়াছেন। উহার মধ্যে একটি হইল যে, যদি কেহ জলসায় যাওয়ার জন্য নিয়ত করে, আল্লাহতালা তাহার পথে সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া দেন। সরকারী কর্মচারীদের ভারতে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুমতি নিতে হয়। আমার অনুমতির দরখাস্ত সেক্রেটারীয়েটে প্রথম দফা বাতিল হইয়া যায়। ইহার দরুন মন খুবই খারাপ হইয়া যায় এবং নিরাশ হইয়া পড়ি যে, এইবার বোধ হয় আমার যাওয়া হইবে না। আমীর সাহেবের সহিত আলাপ হয়। তিনি বলেন ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই, আপনি দোয়া করিতে থাকুন এবং আমিও দোয়া করিব। আল্লাহতালা নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; কারণ জলসায় যোগদান কারীদের জন্য হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর দোয়া রহিয়াছে। আমি দোয়া করিতে থাকিলাম এবং নূতন উদ্যমে আবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আল্লাহতালার রহমতে অনুমতি পাইয়া গেলাম। শুধু অনুমতিই নয়; বরং আশাতীত ভাবে দুই সপ্তাহের জায়গায় তিন সপ্তাহের অনুমতি পাইয়া গেলাম। যখন আমার ফাইল সেকশন হইতে জয়েন্ট সেক্রেটারী সাহেবের নিকট পেশ করা হয়, উহাতে দুই সপ্তাহের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছিল। বহু অনুরোধ করা সত্বেও সেকশন অফিসার সাহেব বলেন, 'দুই সপ্তাহের

উপরে অনুমতি দেওয়া সেক্রেটারী সাহেবের ক্ষমতার বাহিরে।" যাহাই হউক ফাইল সেক্রেটারী সাহেবের নিকট পৌছিলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কোথায় ও কি উদ্দেশ্যে যাইতে চাহেন।" উত্তরে বলিলাম যে, আমি কাদিয়ানে ধর্মীয় জলসা উপলক্ষে যাইতে চাই। এই কথা শুনিয়া সেক্রেটার সাহেব বলিয়া উঠেন "Oh I know Qadian, it is situated Just extreme Border of Panjab.

And it is quite impossible to complete the journey within two weeks" সেকশন অফিসারের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "You give him three weeks permission" এই অবস্থা দর্শনে আমার হৃদয়ে খুশীর বন্যা বহিয়া যায় এবং মহান খোদার শুকরিয়ায় মস্তক আপনা আপনি নত হইয়া আসে।

কলিকাতা আঞ্জুমানে আমরা একদিন এক রাত্র অবস্থান করি। এই সময়ে আঞ্জুমানের তবলীগ সেক্রেটারী জনাব মাশরেক আলী সাহেব ও পশ্চিম বঙ্গের কয়েকজন নূতন আহমদীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ-ও আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়। তাহাদের মহব্বত ও ঈমানের জোস আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

পরদিন রাত্রি ৮ ঘটিকায় আমীর সাহেব সহ আমরা ছয়জন হাওড়া ষ্টেশন হইতে অমৃতসর মেইলে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। হাওড়া হইতে অমৃতসর পৌছিতে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা লাগিয়া যায়। অর্থাৎ ১৭ তারিখ সকাল ৮ ঘটিকায় আমরা অমৃতসরে পৌছি। ওখান থেকে কাদিয়ান প্রায় ৩৫ মাইল। সরাসরি কোন গাড়ী না থাকায় আমরা বিকাল ৩॥ টার গাড়ীতে যাওয়াই স্থির করি।

সময় কাটাইবার উদ্দেশ্যে আমরা তিনজন (অর্থাৎ হক সাহেব, করিম সাহেব ও খাকছার) শহর প্রদক্ষিনে বাহির হই। শহরে সাইকেল রিক্সা ও টাঙ্গার প্রচলনই বেশী। এক রিকসাওয়ালা আমাদের তিনজনকে মাত্র তিন টাকার বদলে শহরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরাইয়া দেখাইতে রাজী হয়। সর্ব প্রথম সে আমাদিগকে হিন্দুদের এক প্রাচীন মন্দিরে নিয়া যায়। সেখানে থেকে শিখদের বিখ্যাত স্বর্ণ মন্দির এবং শেষে ঐতিহাসিক জালিয়াণওয়ালাবাগ। জালিয়ানওয়ালাবাগের সেক্রেটারী শ্রী ইউ, এন, মুখার্জী ঢাকার অধিবাসী। ভদ্রলোক খুবই অমায়িক এবং এখানকার অনেক ইতিহাসিক ঘটনা বলী সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করেন। আমাদের তরফ হইতে তোহ্‌ফা স্বরূপ—হযরত মছিহ মাউদ (আঃ) বাংলায় অনুদিত "শান্তিরবার্তা" পুস্তকখানি তাহাকে পেশ করি। তিনি খুবই আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে উহা গ্রহণ করেন। এরপর আমরা রেল ষ্টেশনে ফিরিয়া আসি।

বৈকাল ৩॥ টার গাড়ীতে আমরা অমৃতসর হইতে রওয়ানা হই। আমাদের গাড়ীতে ভারতের বিভিন্ন জায়গা হইতে জলসা উপলক্ষে আগত মেহমানদের সংখ্যাই অধিক ছিল। বাকী ঐ এলাকার শিখ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিখরা আমাদের সহিত খুব আন্তরিকতা ও বন্ধুসুলভ ব্যাবহার করে। আমরা তাহাদিগকে জলসার দাওয়াত দেই এবং অনেকে যাওয়ার ওয়াদা করেন। বিকাল প্রায় পাঁচটা সূর্য পশ্চিম আকাশে রক্তিম আভা ছড়াইয়া বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি নিতেছে। গাড়ী তখন কাদিয়ান হইতে ৩।৪ মাইল দূরে এক নহরের উপর দিয়া যাইতেছে। (অবশ্য নহর এখন একেবারে শুকনা)। হঠাৎ মিনারাতুল মসিহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল সকলেই সমস্বরে নারায়ে তকবীর আল্লাহ আকবর, ইসলাম-জিন্দাবাদ, আহমদীয়াত-জিন্দাবাদ, হজরত মীর্যা গোলাম আহমদকি-জয় ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। সেই রুহানী দৃশ্য এতই আনন্দদায়ক এবং উপভোগ্য

যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এক গভীর ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া সৃষ্টিকর্তার শুকরিয়া আদায় করি।

ঠিক সূর্য্যাস্তের সাথে সাথে আমরা হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর পাক বস্তী কাদিয়ানে পৌঁছি। মাগরীবের পর পর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় (অর্থাৎ তালীমুল ইসলাম হাই স্কুলের পূর্ব-দক্ষিন কামড়ায় উঠি।

হুজুর (আঃ) এর মহবত ভরপুর সালামের তোহ্ফাঃ

আন্তর্জাতিক পাসপোর্টে বিভিন্ন দেশের নোমায়েন্দা হুজুর (আঃ) মহব্বত ভরা সালামের তোহ্ফা লইয়া রাবওয়া হইয়া জলসা উপলক্ষে কাদিয়ানে আসেন। এই কাফেলার আমীর মোহ্তরম জনাব হাফিজ বশীর আহমদ ওবায়দুল্লা, মোবাল্লেগ (সিরিয়া ও ইসরাইল) সাহেবের মারফত হুজুর (আইঃ) জলসা উপলক্ষে বিশেষ পয়গাম পাঠান যাহা জলসায় পাঠ করিয়া শুনান হয়। আমীরে কাফেলার ছেলে জনাব সঈফুদ্দীন ওবায়দুল্লাহ সাহেব (বিলাতে অধ্যায়ন করিতেছেন), বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাতের জন্য আমাদের কামড়ায় আসেন। তিনি প্রথমে হুজুরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করেন। তিনি আরও জানান যে, কাফেলা যখন রওয়ানা হয় তখন হুজুর (আইঃ) অশ্রুসজল-নয়নে দুই দফা সকলকে বিশেষ করে বাঙ্গালী আহমদীদেরকে মহব্বত ভরা সালামের তোহফা পাঠান। ইহা শ্রবনে আমরাও অশ্রু সংবরন করিতে পারি নাই।

পরদিন ১৮ই ডিসেম্বর মসজিদে মোবারকে সর্ব-প্রথম বাজামাত তাহাজ্জদ নামাজ পড়ার সুযোগ হয়। নামাজে যে কান্নার রোল উত্থিত হয় এবং রূহানী পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাহা দুনিয়ার অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। দুনিয়া যাহাদিগকে কাফের বলে তাহাদের ঐশী প্রেম ও হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রতি মহাব্বত এক নজীর বিহীন। যাহারা আহমদীদের সম্বন্ধে না জানিয়া বিভিন্ন কটাক্ষ করিয়া থাকেন, তাহাদের দৃষ্টি আমি এই দিকে আকর্ষন করিতে চাই। হজরত মছিহ মাউদ আ. এক জায়গায় লিখিয়াছেন-"আমি আল্লাহ-তালার পর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রেমে বিভোর। ইহা যদি কুফর হইয়া থাকে তবে আল্লাহর কসম আমি সবচেয়ে বড় কাফের।"

জলসার কার্য্য বিবরণী ঃ

এক রূহানী ও ভাব গম্ভীর পরিবেশে ১৮ই ডিসেম্বর সকাল ১০॥ টায়, ৮১তম মহান ধর্মীয় সম্মেলন কাদিয়ানের আমীর, হযরত মওলানা আবদুল রহমান জাট সাহেবের (যিনি দেশ বিভাগের পর হইতে আমীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন।) সভাপতিত্বে শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠের পর আহমদীয়তের পতাকা উত্তোলন ও দীর্ঘ দোয়া দ্বারা জলসার শুভ উদ্বোধন হয়। সভাপতি সাহেব তাহার ভাষনে বলেন ঃ "এই জলসা সামান্য জলসা নহে, দুনিয়ার অন্য কোন অনুষ্ঠাণের সাথে ইহার তুলনা হয় না। একমাত্র হজ্বের সহিত ইহার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন "ইহা সামান্য জলসা নহে। আল্লাহতালা স্বয়ং নিজ হস্তে ইহার বুনিয়াদ রাখিয়াছেন এবং দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে লোকজন আসিয়া ইহাতে শরীক হইবেন।" ইহা খুবই বরকত ওয়ালা জলসা এবং ইহাতে অংশ গ্রহণ কারীদের জন্য হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বহু দোয়া করিয়াছেন।

আল্লাহতালা যেন এই সব দোয়া গুলিই যাহারা উপস্থিত হইয়াছেন, এবং যাহারা কোন কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহাদের সকলকেই ইহার হকদার করেন আমীন)।

সালানা জলসা উপলক্ষে হুজুরের পয়গাম :

ইহার পর আমাদের প্রিয় ইমাম হজরত খলিফা তুল মসিহ্ সালেহ (আইঃ) এর এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ঈমান বর্ধক পয়গাম যাহা জলসা সালানা উপলক্ষে প্রেরিত হয়—পাঠ করিয়া শুনান। উহার বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল :

প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভাইসব,

এই কথা জানিয়া আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছি যে, আপনারা আর একবার হজরত মছিহ মাউদ (আঃ) এর পাক বস্তীতে কয়েকদিন আল্লাহ ও তাঁহার রসুল (সাঃ) এর কথা শুনিতে এবং দোয়া নওয়াফেল এবাদত ও জিকীরে এলাহীতে অতিবাহিত করিতে একত্রিত হইয়াছেন। আল্লাহতালা এই জলসাকে শুধু আপনাদের জন্য নয়, বরং এদেশবাসী সকলের জন্য বাবরকত করুন। খোদা সত্বর সেই দিন আনয়ন করুন যখন সারা দেশ শুধুমাত্র এক অদ্বিতীয় খোদার সম্মুখে ঝুঁকিয়া যাইবে, তাহাদের প্রাণে হজরত রসুল করীম (দঃ) এর জন্য মহব্বতের বন্যা সৃষ্টি হইবে এবং ইসলামের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠবে (আমীন)।

বিরাট উদ্দেশ্যকে ছাসিলের জন্য বিরাট কোরবাণীর প্রয়োজন। আমাদের সম্মুখে এক বিরাট উদ্দেশ্য রহিয়াছে। সারা বিশ্ববাসীর হৃদয়কে নেক এবং পবিত্র পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহতালার সম্মুখে ঝুকাইয়া দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যকে ব্যস্তবায়নের জন্য অসংখ্য কোরবানীর প্রয়োজন। শুধু আমলের কোরবাণীই নয়, সময়ের কোরবানী এবং নিজ ইজ্জত ও জজবাতের কোররানী এবং নিজেদের আত্মার উপর এক মৃত্যু-আনয়নের কোরবানী পেশ করিতে হইবে। এইজন্য যখানে আপনারা নিজেদের সময় ও আমল দিয়া খোদার দ্বীনের খেদমত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন, সেখানে সর্ব প্রকারের দুঃখ কষ্ট ও জিল্লতি এবং ক্ষতি খুশী মনে বরদাশত করিবার জন্য সর্বদা তৈরী থাকিবেন। গালি শুনিয়া দোয়া করুন, দুঃখ কষ্ট পাইয়া লোকদিগকে আরাম পৌছান এবং খুশীর সহিত এই গুলিকে বরদাশত করুন এবং দোয়া করিতে থাকুন "রাব্বানাগ্‌ফেরলানা জুনুবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরেনা ওয়াসাব্বেত আক্‌দামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফেরীন"।

হে আমাদের রাব্ব্ এই রকম যেন না হয়, আমাদের দুর্বলতার কারনে ইসলানের বিজয়ের দিন পিছনে পড়িয়া যায়। তুমি আমাদিগকে দুর্বলতার বদ আছর থেকে রক্ষাকর। এমনও যেন না হয় যে, বিরুদ্ধবাদীদের কার্য্যে উত্তেজিত হইয়া প্রতি উত্তরে কিছু করয়িা বসি; বরং ধৈর্য্য শান্তি এবং আনন্দের সহিত সব কিছু বরদাশত করার তৌফিক দাও। ইহাও যেন না হয় যে, মোখালেফদের বদআসারাতের দরুন আমরা লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যাই। বিরুদ্ধবাদীদের কুফল সমূহের হাত হইতে আমদিগকে রক্ষা কর এবং ঈমানে সাবেত কদম রাখ।

হে আমাদের রাব্ব্ তোমার সাহায্য ছাড়া আমাদের প্রচেষ্টায় এই উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিতে পারে না! বিজয় শুধু তোমায় নুসরত এবং সাহায্যেই লাভ হইবে। তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর এবং সারা পৃথিবীব্যাপী পরিবতন সৃষ্টি কর এবং ইসলামকে সত্বর দুনিয়ায় প্রাধান্য দান কর। এই পথে আমাদিরকে সর্বপ্রকারের কোরবানী পেশ করার তৌফিক প্রদান কর এবং শুধু নিজ ফজল দ্বারা ইহাকে গ্রহন কর।

আল্লাহতালা আমাদের সকলের সাথী হউন, সর্ব প্রকারের কোরবানী করার তৌফিক দান করুন এবং সর্বদা তাঁহার সন্তুষ্টী ও ইচ্ছার উপর পরিচালিত করুন (আমীন)।"

জলসা প্রত্যেহ সকাল ১০।। টা হইতে শুরু হইয়া বৈকাল ২।। টা পর্য্যন্ত চলিত। ইহা ছাড়াও রাত্র ৮ ঘটিকায় প্রত্যহ অতিরিক্ত এজলাস মসজিদে মোবারক ও মসজিদে আকসায় অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে তবলীগি বিষয় বস্তু ব্যতিত তালীম ও তরবীয়তি বিষয়ে আলোচনা হইত। জলসায় আল্লাহতালার অস্তিত্ব, হজরত খাতামান্নাবীঈন (দঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শ, সাদাকাতে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) ও সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে জমায়েতের বিশিষ্ট আলেম ও বুজুর্গ ঈমানোদ্দীপক গভীর তত্ব ও তথ্যমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। জলসার দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশের আমীর মোহতরম জনাব মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব সভাপতিত্ব করেন। বাজামাত নামাজ তাহাজ্জুদ, দোয়া, জিকরে ইলাহীর মাধ্যমে জলসার মোবারক গুলি অতি বাহিত হয়। কাদিয়ানে আমরা যে কয়দিন অবস্থান করি তাহার বেশীর ভাগ দিন গুলাতেই আল্লাহতালার রহমতে 'বয়তুদ্দোয়া' ও 'বেহেশতী মাকবেরায়' দোয়া করিবার সৌভাগ্য লাভ করি।

দরবেশানে কাদিয়ান ঃ

কাদিয়ানে দরবেশদের জীবন কোরবানীর এক উজ্জল দৃষ্টান্ত বহন করে ২৫ বৎসর যাবত তাহারা ইসলাম ও আহমদীয়তের খাতিরে যথা সর্বস্ব কোরবানী করিয়া যাইতেছেন। এক কথায় তাহাদের সব কিছু আল্লাহতালার রাস্তায় উৎসর্গীকৃত এবং ইহার তুলনা শুধু প্রাথমিক যুগের সাহাবাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। আল্লাহতালা তাহাদের কোরবানীকে গ্রহণ করুন ও বরকত দান করুন এবং ইসলাম ও আহমদীয়তের প্রতিশ্রুত বিজয়কে নিকটবর্তী করুন, যেইদিন সারা পৃথিবীতে একই কলেমা হইবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ" এবং বিশ্ববাসী একই খোদায়ে ওয়াহেদের সম্মুখে সেজদায় ঝুঁকিয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার দরবেশ ওমর আলী দরবেশ তাইয়েব আলী, দরবেশ আবদুল মোত্তালেব (যিনি মুর্শিদাবাদে মোবাল্লেগের কাজ করিতেছেন, এবং কাদিয়ানের অন্যান্য সকল ভ্রাতাদের আমরা শুকরিয়া আদায় করি যাহারা এই সফরে আমাদিগকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আল্লাহতালা সকলকেই জাজায়ে খায়ের দিন (আমীন)।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর স্মৃতি বিজরিত জায়গা সমূহ ঃ—

দরবেশ ওমর আলী সাহেব আমাদিগকে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত বহু জায়গা দেখান নিম্নে উহার কতকগুলি আহমদীর পাঠকদের জন্য উল্লেখ করিতেছি।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) যে ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন সেই ঘর ও উহার সম্মুখের কুপ। এই কুপ যখন মসজিদ মোবারকের সম্মুখে দেওয়াল দিয়া বাহিরে আসা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে কয়েকদিন পানির অভাবে দারুন কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সেই সময়ে হুজুরের খোদ্দামগণ ইহা নিজ হস্তে খনন করেন। বর্তমানে এই কুপ ব্যবহৃত হয় না। 'বয়তুদ্দোয়া' ইহা সেই জায়গা যেখানে হুজুর সদা সর্বদা দোয়ায় মশগুল থাকিতেন। 'বয়তু ফিকির'—যেখানে হুজুর একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিতেন। হুজুর যে কামড়ায় একাধারে ছয় মাস রোজা রাখিয়াছিলেন যে ঘরে লাল কালির ছিটা পড়িয়াছিল যেখানে হুজুর "খোৎবায়ে এলহামীয়া" দেন এবং মসজিদে মোবারক ও মসজিদে আকসার সেই জায়গা সমূহ যেখানে হুজুর, সদা সর্বদা নামাজ

পড়িতেন। ছোট বেলা হইতেই হুজুর বেশীর ভাগ সময় মসজিদে আকসায় নামাজ ও দোয়ার মধ্যে কাটাইতেন। খোৎবায়ে এলহামীয়া ছাড়াও মসজিদে আকসার সহিত আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা জড়িত রহিয়াছে। তাহা হইল এই যে, হুজুরের আব্বাজান এক চাকুরী ঠিক করিয়া তাঁহার খেদমতে খবর পৌছাইবার জন্য লোক প্রেরন করেন হুজুর তখন ঐ ব্যক্তিকে আব্বাজানের খেদমতে এই পয়গাম পৌছাইবার জন্য বলেন যে "আমার যাহার চাকুরী ও করিবার তাঁহার (অর্থাৎ আল্লাহতালার) চাকুরী আমি করিতেছি।" সব শেষে আমরা মিনারাতুল মসিহর উপরে যাই এবং সেখানে দোয়া করি।

জলসায় তবলীগি ও তরবিয়তি বক্তৃতার কিছু উদ্ধৃতি:

লণ্ডনের মোহতরম জনাব মৌ; আবদুল করিম সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় সেখানকার এক নও মুসলিমের ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা ও মহব্বতের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে; সেই ভ্রাতা তাঁহার মহব্বত ভরা ছালাম সকলের নিকট পৌছাইয়া দোয়ার অনুরোধ করেন, যাহাতে আল্লাহতালা যেন তাহাকে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর পাক বস্তী দর্শন করার তোফিক দেন, যেখানে হুজুরের জন্ম হইতে নিয়া ওফাতের পূর্ব পর্য্যন্ত বহু স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। এক তুর্কী নওজওয়ান আহমদী হওয়ার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন "তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তুর্কী গভর্ণমেণ্ট স্কলারশীপে বিলাতে অধ্যয়ন করিতে যান। সেখানে জমাতে আহমদীয়ার সংস্পর্শে আসেন এবং আহমদীয়া জামাতের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া বয়েত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি দেশে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের লিটারেচার পাঠাইতে থাকেন। সরকারী উর্দ্ধতন কর্মচারী এই কথা জানিতে পারিয়া তাহার স্কলারশীপ বন্ধ করিয়া দেন এবং তাহাকে এই কথা বলিয়া চিঠি লিখেন যে, যেহেতু তুমি নিজ ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তন করিয়া আহমদীয়া মতবাদ গ্রহণ করিয়াছ সেই জন্য তোমার ষ্টাইপেণ্ড বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে তিনি না ঘাবড়াইয়া জওয়াবে লিখিয়া পাঠান যে, জাগতিক ফায়দা হাসিলের জন্য লোক এক দল ত্যাগ করিয়া অন্য দলে যোগ দেন। আর আমি পারলৌকিক কল্যাণ ও রুহানী ফায়দা হাসিলের জন্য যদি এক মতবাদ ত্যাগ করিয়া অন্য মতবাদ গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা হইলে ইহাতে দোষের কি আছে। এই যুক্তি খণ্ডন করিবার মত তাহাদের কোন দলীল না থাকায় পরে বাধ্য হইয়া আবার ষ্টাইপেণ্ড চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। আলহামদুলিল্লাহ।

মরিশাস ও ফিজি দ্বীপ পুঞ্জের দুই যুবক যাহারা কেন্দ্রে ইসলামী তালীম হাসিল করিতেছেন বলেন, "আমাদের আহমদীয়ত কবুল করার মাধ্যমে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর এলহাম "ম্যায় তেরা তবলীগ্‌কো জমীনকো কিনারাতক পৌছাউঙ্গা" আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হইয়া হজরত ইমাম যাহাদী (আঃ) এর সত্যতার উপর মোহর মারিয়া দিয়াছে। মরিশাস ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জ বিশ্বের প্রান্তে অবস্থিত এবং এর পর আর কোন জনপদ নাই।

কাশ্মীরে হজরত ইসা (আঃ) মকবেরার জ্বলন্ত নিদর্শন:

কাশ্মীরের মোবাল্লেগ জনাব মৌঃ গোলাম নবী নিয়াজ সাহেব বলেন: "আল্লাহতালার ফজলে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় জাতি, ধর্ম ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপর আহমদীয়াতের বিরাট প্রভাব রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মোবাল্লেগ সাহেব শেখ আবদুল্লা সাহেবের

উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি কোরআন শরীফের তফসীর (হজরত মোশলেহ্ মাউদ রচিত তফসীরে কবীর) রীতিমত পাঠ করেন এবং কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে উহা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া থাকেন।

শ্রীনগর মহল্লার খানইয়ার ষ্ট্রিটে অবস্থিত হজরত ঈসা (আঃ) এর মকবেরা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঐ এলাকার লোকদের ইহা সাধারণ বিশ্বাস যে, এটা হজরত ঈসা (আঃ) এর কবর। কবরে যে স্মৃতি ফলক রহিয়াছে উহাতে হিব্রুভাষায় লিখা আছে। "ঈউযআসফ" (অর্থাৎ যে নবী পলাইয়া আসিয়াছেন নবীর কবর। স্মৃতি ফলকটি অনেক পুরাতন বলিয়া লেখাগুলি অনেকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। মকবেরার খাদিম সাহেব উহা আবার নূতন করিয়া লেখার জন্য মোবাল্লেগ সাহেবের উপর দায়িত্ব দিয়াছেন। হজরত মসিহ মাউদ আঃ কর্তৃক লিখিত ও নাযীর দাওয়াত ও তবলীগ কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত "মসিহ হিন্দুস্থান মে" ইংরেজী অনুবাদ "Jesuss in India" পুস্তক সেখানে এত চাহিদা যে পুস্তকটি স্থানীয় ভাবে ছাপিয়া উহা বহুগুন বর্দ্ধিত মূল্যে বিদেশী টুরিষ্টদের নিকট বিক্রী করিতেছে। মোবাল্লেগ সাহেব যখন খাদিমকে ইহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি খুবই বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থণা করিয়া বলেন যে, সময়ের স্বল্পতা ও বইয়ের চাহিদা বেশী হওয়ায় তিনি কাদিয়ান হইতে অনুমতি নিতে পারেন নাই। মোবাল্লেগ সাহেব আরও জানান যে, কাশ্মিরীদের পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলনও কথাবার্তায় বনিঈস্রাইলী-দের সহিত মিল রহিয়াছে অনেকাংশে। সেইদিন বেশী দূরে নয় যখন সারা বিশ্ব এই সত্যকে স্বীকার করিয়া লইবে এবং খৃষ্টানদের ক্রুশের উপর হজরত রসুলে করিম দঃ) এর ঝাণ্ডা বুলন্দ হইবে এবং এক আল্লাহর সম্মুখে সমস্ত দুনিয়াবাসী সেজাদায় ঝুঁকিয়া যাইবে।

হজরত মিঞা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের মর্মস্পর্শী বিদায় ভাষণ :

একুশে ডিসেম্বর বাদ ফজর মসজিদে মোবারকে মিঞা সাহেব এক হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ভাষায় মেহমান-দের আল-বেদা জানান। তিনি বলেনঃ "আল্লাহতালা আপনাদের সফরকে নিরাপদ ও বাবরকত করুণ এবং হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) জলসায় যোগদানকারীদের জন্য যে সমস্ত দোয়া করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা সেই সবগুলিরই আপনাদিগকে হকদার করুণ।" তিনি অত্যন্ত দুঃখভারক্রান্ত হৃদয়ে বলেন যে শুনিতে পাই, কোন কোন জমাতে এক আহমদী আর এক আহমদীয়ার সহিত ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত রহিয়াছে। এমনকি জমাতের কর্মকর্তাদের মধ্যেও মনোমালিন্য রহিয়াছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে গয়ের আহমদীরা আমাদিগকে তাহাদের সমাজের বাহির বলিয়া গন্য করে এবং কাফের বলিয়া গালি দেয়। আহমদীদের এই অবস্থা দর্শনে তাহারা নিশ্চয়ই হাসিবে এবং বিদ্রুপ করিবে এই বলিয়া যে, আমরা যাহাদিগকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি, তাহারা নিজেরাই আপোষে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত। তিনি হযরত ঈমাম মহদী (আঃ) এর উদ্ধৃতি ও হযরত রসুলে করিম (আঃ)-এর বিদায় হজ্জের মূল্যবান উপদেশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করিয়া বলেন যে এক আহমদী অন্য আহমদীকে একই মায়ের গর্ভে দুই ভাইয়ের মত জ্ঞান করিবে এবং এক মুসলমানের জান মাল ইজ্জত অন্য মুসলমানের নিকট ততটুকু পবিত্র যতটুকু তাহার নিজের আপোষে যেখানে ঝগড়া বিবাদ বেশী, তুলনামূলক ভাবে সেই জমাত কার্য্যের দিক দিয়া পিছনে। সত্বর আপোষে নিজেদের ঝগড়া বিবাদ ও মনোমালিন্য দূর করিয়া সকলে এক যোগ ইসলাম ও আহমদীয়তের খেদমতে আত্মনিয়োগের উদাত্ব আহ্বান জানাইয়া মিঞা সাহেব তাহার বক্তব্য শেষ করেন।

প্রবন্ধের কলেবর আর বর্দ্ধিত না করে এখানে পশ্চিম বঙ্গের এক নূতন আহমদী ভ্রাতার বিদায়ের দৃশ্য উল্লেখ করেই ইতি টানতে চাই। মুর্শিদাবাদের মীর্জা আবদুল কাইয়ুম সাহেব মাত্র এক পক্ষকাল পূর্বে বয়েত নেন। আমাদের সহিত কলিকাতা আঞ্জুমানে তাহার সাক্ষাৎ হয়। যদিও বাড়ী হইতে কাদিয়ান যাওয়ার নিয়ত করিয়া তিনি বাহির হ'ন নাই, কিন্তু কলিকাতায় আমাদের সহিত আলাপ আলোচনা পর জলসায় যাওয়ার জন্য তৎক্ষনাতই প্রস্তুত হইয়া যান ও আমাদের সাথেই জলসায় যোগদান করেন এবং এক সঙ্গেই কাদিয়ান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত সফর করেন। কলিকাতা হইতে আমাদিগকে বিদায় দিয়া তিনি নিজ গ্রামে ফিরিয়া যান। কলিকাতা আঞ্জুমানে মোবাল্লেগ, জনাব মৌলানা হাকিম মোহাম্মদ দ্বীন সাহেব আমাদের সফরের নিরাপত্তা ও বাবরকত হওয়ার জন্য দোয়া করেন। এরপর আসে বিদায়ের পালা। সেখানে এক এক করে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়া যখন মীর্জা আবদুল কাইয়ুম সাহেবের নিকটে আসি তখন তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হু হু করে মাসুম বাচ্চার মত কান্না শুরু করেন। মনে হইতেছিল কত বড় নিকট আত্মীয়কে বিদায় দিতে যাইতেছে এবং কোন রকমে মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছেনা। কিন্তু ইহাই দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম মন না চাইলেও বিদায় দিতে হয়। আমরা মোটরে উঠিয়া বসিলাম তখনও মীর্জা সাহেবের চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। খোদা হাফেজ বলিয়া আমরা এয়ার পোর্টের দিকে রওয়ানা দিলাম। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর মাধ্যমে বর্তমান সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর খোদা প্রেমের উপর ভিত্তি করে ভাষা জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে যে নূতন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি হইতে যাইতেছে তা সারা বিশ্বে সত্বর প্রচার ও প্রসারিত হউক এবং সকল আদম সন্তান এক তৌহিদী ঝাণ্ডাতলে সমবেত হউক এই প্রার্থনা করেই এখানে বিদায় নিতে চাই।

আমাদের শেষ কথা সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি রাব্বুল আল্—আমীন।

(৬ পৃষ্ঠার পর)

গিয়েছিল জার্মানী। জাতীয়তাবাদের উগ্রতা থেকে যে গর্ব, যে দম্ভের সৃষ্টি হয় তা সর্বক্ষেত্রেই সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। রবীন্দ্রনাথের কথায়—জাতীয়তাবাদ একটা 'দেশের সার্বজনীন আত্মম্ভরিতা'। 'ইহা রিপু' (ইহার টান ঐক্যতত্ত্বের উল্টোদিকে শিকার বাহন।) কবি জাতীয়তাবাদকে ষড়রিপুর ন্যায় আর একটি রিপু মনে করেছেন। কবি শুধু তার প্রতিভার বিপুল পরিমণ্ডলে অসীম ও অখণ্ডের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন জন্যই যে এমন কথা বলেছেন তা নয় বাস্তবক্ষেত্রেও পৃথিবী তার প্রমাণ পেয়েছে বিগত বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর পরিনতিতে

বিগত বিশ্বযুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তিজোট সমর্থন করেছিল রাশিয়ার পক্ষ। অথচ এদের প্রত্যেকেই ছিল বলশেভিজনের ঘোর বিরোধী কিন্তু জার্মানদের অতিজাতীয়তাবাদ এমন সংকটের সৃষ্টি করেছিল যে, তাদেরকে বাধ্য হয়েই অস্ত্র ধারন করতে হয়েছিল বলশেভিজনের আগে জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ফলে জাতীয়তাবাদীদের পরাজয় ঘটলো বটে; কিন্তু মিত্রশক্তির সদস্যদের চেয়ে বেশী লাভবান হলো যে—সে রাশিয়া। কারণ, জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বলশেভিজমের বিজয়ের পথ আপাততঃ পরিস্কার হয়ে উঠলো এবং সেই সঙ্গে অস্তিবাদী বোধ এবং বোধির উপরে নাস্তিকবুদ্ধির হিংস্র আঘাত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো।

—(ক্রমশঃ)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার

৫০তম সালানা জলসা

স্থান ঃ—৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা-১

তারিখ :—৬, ৭, ও ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৩ ইং

২৩, ২৪ ও ২৫ শে চৈত্র, ১৩৭৯ বাং

সময়-সূচি :—

শুক্রবার ঃ বিকাল : ৩টা হইতে ৬টা

শনিবার ঃ বিকাল ঃ ৩টা হইতে ৬টা

রবিবার ঃ সকাল ঃ ৮টা হইতে ১১টা

বিকাল ঃ ৩টা হইতে ৬টা

রোজ ঃ—শুক্র, শনি ও রবিবার।

উক্ত সম্মেলনে আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব, পবিত্র কুরআনের স্থায়ী শিক্ষা ও মাহাত্ম, রেসালত, এবাদত, ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি, ইসলামে অর্থনীতি, বিশ্বব্যাপী আযাব ও মুক্তির পথ, ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব, অখণ্ড মানবতা, পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে বহু আহমদী আলেম ও চিন্তাবিদগণ বক্তৃতা দিবেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি কামনা করা যাইতেছে।

ভিজির আলী (চেয়ারম্যান)
জলসা কমিটি
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পুণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

* The Holy Quran with English Translation.		T.	125·00
* The Introduction & Comentary of the Holy Quran	(5. vol.)		
* The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	T.	2.00
* Jesus in India	,,	T.	2.50
* Ahmadiat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	T.	8.00
* Invitation to Ahmadiyat	,,	T.	8.00
* The Life of Muhammad (P. B.)	,,	T.	8.00
* The New World Order	,,	T,	3.00
* The Economic Structure of Islamic Society	,,	T.	2.50
* Islam and Communism	Hazrat Mirza Basnir Ahmed (R)	T.	0.62
* Attitude of Islam Towards Communism	Moulana A.R. Dard (R)	T.	1.00
* The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	T.	0.50
* কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ	টা.	১.২৫
* ধর্মের নামে রক্তপাত	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	টা.	২.00
* আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মদ	টা.	১.00
* ইসলামের নবুয়্যাত	,,	টা.	0.৫0
* ওফাতে ঈসা	,,	টা.	0.৫0

ইহা ছাড়া :—

* বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান :
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা-১।

Published & Printed by Md. F.K. Mollah at Rabin Printing & Packages
For the Proprietors, Bangladesn Anjuman-e Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacc—1.
Phone No. 283635
Editor : A.H. Muhammad Ali Anwar.